প্রথম আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাঙালি সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ৭ ফাল্গুন ১৪১৮, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

দেশ-বিদেশের বরেণ্য বাঙালিগণ,

সমবেত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বেঙ্গালি ইন্টারন্যাশন্যাল আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাঙালি, বাংলা, বাংলাদেশ একসূত্রে গাঁথা তিনটি সত্মন্ত। প্রত্যেকেই একে অপরের পরিপূরক। একটি জাতি, একটি ভাষা, একটি দেশ। বিশ্বে এমন উদাহরণ বিরল। এটাই আমাদের বিশেষত্ব। আমাদের গর্ব।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি তার হারানো গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির চেতনা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি নিয়ে আমাদের গৌরব চিরস্থায়ী রূপ পেয়েছে।

স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

সুধিমন্ডলী,

আজ থেকে চার হাজার বছর আগে দ্রাবিড়দের আগমনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে শশাঙ্ক বাংলার স্বাধীন রাজা থাকাকালে বাংলা একটি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তারপর পাল ও সেন বংশের রাজত্বের সময় বাংলা গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় উন্নীত হয়। চর্যাগীতিকাগুলোই এর প্রমাণ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে তুর্কীরা এ অঞ্চলে আগমন করে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের আওতাধীন হয়। তারপর বিভিন্ন হাত ঘুরে বাংলাদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই ৫০০ বছরে বাংলা ভাষায় ফারসী সহ বিদেশী ভাষার মিশ্রণ হয়।

১৯৪৭ এর ভারত বিভক্ত, ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ এ জাতির পিতার নেতৃত্ব ও নির্দেশে রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আজ আমরা ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র।

সুধিবৃন্দ,

বাঙালির বৈশিষ্ট্য দেশ-বিদেশের কবি-সাহিত্যিক-ইতিহাসবিদ-শিল্পী বিভিন্নভাবে চিত্রায়িত করেছেন। আবেগ-প্রবণ বাঙালি পলিমাটির মতো কোমল আবার প্রয়োজনে দৃঢ়, সাহসী ও পরাক্রমশালী জাতি। খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ সালে বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডারের সৈন্যরা গঙ্গার তীরে এসেও পূর্ব পাড়ের বঙ্গ সেনাদের শক্তি-সামর্থ্য বেশী ভেবে ফিরে যায়।

আজ থেকে ৬০ বছর আগে মাতৃভাষা বাংলাকে মর্যাদার আসনে বসিয়ে বাঙালি জাতি তাদের সামর্থ্যের প্রমাণ দেয়।

এর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তার উন্মেষ ঘটে। সূচনা হয় সাংস্কৃতিক নবজাগরণের। বিকশিত হয় অসাম্প্রদায়িক চেতনা। বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের মানুষ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময়ও সংহত বাঙালি পিছু হটেনি। সে সময় বাঙালির গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু যে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন তা তৃতীয় বিশ্বের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল

অধ্যায় হয়ে আছে। সকল বাধা-বিপত্তির মুখে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, আমি বাঙালি, বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা আমার স্বপ্ন। দৃঢ়চেতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জনটি আসে ১৯৭১ সালে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরাক্রমশালী বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

সুধিমন্ডলী,

এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের অগ্রসর হওয়ার এই পথ ১৯৭৫ সালে রুদ্ধ করে দেয়া হয়। প্রসার ঘটে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী শক্তির। অবৈধ পথে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করা হয়। পবিত্র সংবিধান থেকে মুছে ফেলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা। শান্তির ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা করে জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করা হয়। এমনি দুঃসময়েও এদেশের মানুষ তাদের অধিকার আন্দোলন থেকে পিছ-পা হয় নি। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে জাতি আজ অর্জন করেছে তার গণতান্ত্রিক অধিকার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশে আজ আমরা দেশ ও সমাজের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলছি।

আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুনরায় সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ ও মুক্তির পথে শুরু হয়েছে ব্যাপক আয়োজন। সম্প্রীতির সমাজ বিকাশের পথে বাংলাদেশের নব-অভিযাত্রা আজ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দেশে দেশে ছড়িয়ে-থাকা লক্ষ লক্ষ বাঙালির প্রতি। চার হাজার বছরের সংস্কৃতিধারায় স্নাত জাতির গৌরবের অংশীদার বিশ্বময় প্রতিটি বাঙালি।

সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার চল্লিশ বছরে বাংলাদেশ ও বাঙালি সমাজ নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। এখন বিপুল সংখ্যক বাঙালি অভিবাসী ও প্রবাসী। এতে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ দুটোই আছে। আমি আশাবাদী, বিশ্ব বাঙালি সমাজ এ চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করতে পারবেন।

বাঙালি সংস্কৃতি সর্বদা বাইরের সংস্কৃতির উপাদান আহরণ করে নিজ সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করেছে। আজ বাঙালি সমাজ আপন সাংস্কৃতিক সত্ত্বা বহির্বিশ্বে তুলে ধরছে। ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের সঙ্গে সৃজনশীলভাবে সমন্বয় ও ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্র গড়ে তুলছে। আমরা বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষায় উন্নীত করতে চেষ্টা চালাচ্ছি।

আমরা আশা করবো, সম্প্রীতির বাংলাদেশ যে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে ব্রতী রয়েছে সেই বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করবেন বিশ্ব বাঙালি সমাজ। বাংলাদেশের এই অভিযাত্রা রুদ্ধ করার জন্য একটি ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চক্রান্ত করছে। এর বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক অবস্থান জরুরি।

সুধিবৃন্দ,

একাত্তরের গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। এই বিচারের জন্য জাতি দায়বদ্ধ তিরিশ লাখ শহীদ ও পীড়ন-নির্যাতনের শিকার অগণিত মানুষের কাছে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের এই উদ্যোগে ব্যাপক আন্তর্জাতিক সংহতি ও সমর্থন দাবি করে। এ লক্ষ্যে বিশ্ব বাঙালি সমাজকে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা করি।

বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনের আয়োজকদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি, এ সম্মেলন বাঙালি সমাজের বিকাশের নতুন পথ উন্মুক্ত করবে। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বসভায় বাঙালির মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখবে।

আমরা বাঙালি, বাঙালি ছিলাম, বাঙালি থাকবো। এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি প্রথম আন্তর্জাতিক বিশ্ব বাঙালি সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...